শয়তানী দর্শন: নামের ভেল্‌কি

শয়তানরা দার্শনিক হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করে। শয়তানী দর্শন খাটিয়ে তারা মন্দকে ভাল আর ভালকে মন্দ বলে অভিহিত করে। মন্দের গায়ে ভাল আর ভালর গায়ে মন্দের লেভেল লাগায়। উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট আর নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট হিসাবে উপস্থাপন করে। শান্তিকে অশান্তি আর অশান্তিকে শান্তি বলে প্রচার করে। পাপকে পূন্য আর পূন্যকে পাপ বলে গলাবাজি করে। বিভ্রান্তিকে সঠিক পথ আর সঠিক পথকে ভ্রান্তি বলে প্রপাগান্ডা করে।

শয়তানরা আল্লাহর আদর্শ, কুর্‌আনের নীতি ও ইসলামের পথকে অভিহিত করে মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রবাদ, ধর্মান্ধতা সহ নানা মন্দ নামে। আর কুফর, শিরক, পাপাচার সহ যাবতীয় ভ্রান্ত নীতিকে শান্তির পথ, উন্নয়ের পথ, প্রগতির পথ ইত্যাদি ভাল নামে বিশেষিত করে।
কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে ভদ্র ভাবে চলাফেরাকে বলে বন্দিত্ব। আর অর্ধনগ্ন, স্বল্প বসন, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনাকে বলে নারী স্বাধিনতা।
আল্লাহর কথা, কুর্‌আনের কথা, নবী-রাসূলের কথাকে বলে ধর্মান্ধতা। আর আল্লাহ বিরোধী, রাসূল বিরোধী, কুরআন বিরোধী, ইসলাম বিরোধী কথাকে বলে মত প্রকাশের স্বাধিনতা, বাক স্বাধিনতা।

ইহাই শয়তান ও তার দুসরদের চিরাচরিত নিয়ম। সর্বকালে সর্বযুগে শয়তানরা এমন করে থাকে। অতীতে করেছে, বর্তমানে ও করছে। এর নজির অসংখ্য, অগনিত। নিম্নে কয়েকটি উদাহরন পেশ করা হল। যেমনঃ

অধমের নাম উত্তম

ইবলিস আদম আঃকে সিজদাহ করল না। সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে বিতাড়িত শয়তানে পরিনত হল। আল্লাহ কৈফিয়ত চাইলেন। বললেন: আমি হুকুম করার পরও কেন সিজদাহ করলে না ? ইবলিস জবাব দিল: আমি আদমের চেয়ে **উত্তম**। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে বানিয়েছেন আর তাকে বানিয়েছেন মাটি দিয়ে।
(সূত্র: সূরাহ ৭ আ'রাফ: ১২)

সর্বনাশা গাছের নাম অমর বৃক্ষ

আল্লাহ আদম আঃকে জান্নাতে স্থান দিলেন। সর্বত্র বিচরন ও পছন্দ মত খাবার গ্রহনের অনুমতি দিলেন। শুধু একটি ফল খেতে নিষেধ করলেন। বললেন: এর কাছেও যেও না। কারন ফলটি ছিল সর্বনাশা। এ ফল খেলে কেহ আর জান্নাতে থাকতে পারবে না।

শয়তান আদম আঃকে জান্নাত থেকে বের করার ফন্দি আটল। নিষিদ্ধ ফল খাওয়াতে মরিয়া হয়ে উঠল। শয়তান আদম আঃকে ধোকা দিয়ে প্রতারিত করল। বলল: জান্নাতে একটি গাছ আছে। এর নাম: **শাজারাতু-ল্-খুলদ্ (অমর বৃক্ষ)**। এ গাছের ফল খেলে আপনি অমর হয়ে যাবেন। আপনার জান্নাতে থাকা চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। আর কোনদিন বের হতে হবে না। আপনি হবেন চিরস্থায়ী রাজত্বের অধিপতি, চির জান্নাতী।
(সূত্র: সূরাহ ২০ ত্বাহা: ১২০)

ষড়যন্ত্রের নাম উপদেশ

শয়তান আদম আঃকে জান্নাত থেকে বের করার ষড়যন্ত্র করল। নিষিদ্ধ গাছকে অমর বৃক্ষ বলে ধোকা দিল, প্রতারিত করল। নিজের ষড়যন্ত্রকে **উপদেশ** নামে অভিহিত করল। শয়তান আল্লাহর নামে কসম করে বলল: আদম! (আমাকে বিশ্বাস কর।) আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের **উপদেশ** দিচ্ছি। আমি তোমাদের কল্যান কামী।
(সূত্র: ৭ আ'রাফ: ২১)

সত্যবাদীর নাম মিথ্যুক

দুনিয়াতে আগত সত্যবাদীদের শীর্ষ স্থানে আছেন নবী-রাসূলগণ। তাদের চেয়ে সত্যবাদী দুনিয়াতে আর কেউ নেই, হতে পারে না। কিন্তু বেইমান নেতারা নবী-রাসূলগণকে মিথ্যুক হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১. আ'দ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। সে বলল: হে আমার জাতি! এক আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি (পাপাচার থেকে) বেঁচে থাকবে না ? বেইমান নেতারা বলল: তুমি নির্বোধ। আমরা মনে করি **তুমি মিথ্যুক**। (৭ আ'রাফ: ৬৫,৬৬)

২. আমি তার জাতির কাছে নূহকে পাঠালাম। (সে বলল:) আমি তোমাদের (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) সুস্পষ্ট ভাবে সাবধান করে দিচ্ছি। এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব কর না। আমার ভয় হয়: কঠিন আযাব তোমাদের গ্রাস করবে।
বেইমান নেতারা বলল: আমরা মনে করি, তুমি আমাদের মতই একজন সাধারন মানুষ বৈ (নবী-রাসূল) কিছুই নও। আমরা প্রত্যক্ষ করছি: নির্বোধরাই কেবল তোমার অনুকরণ করছে। তোমরা (কোন বিবেচনায়ই) আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ট নও। আমরা মনে করি: **তোমরা মিথ্যুক**। (১১ হূদ: ২৫-২৭)

আল্লাহর কালামের নাম মনগড়া যাদু

সাধারন মানুষ আল্লাহর কালামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আল্লাহর কালামে বিশ্বাসী হয়ে তারা ঈমানের পথে ধাবিত হয়। তাই মানুষকে ইসলাম ও ঈমানের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে শয়তানের দুসররা নানা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। এর একটি হল: আল্লাহর কালাম ও নবী-রাসূলগণের মু'জিযাকে যাদু হিসাবে উপস্থাপন করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ

১. মূসা আমার সুস্পষ্ট বিধান নিয়ে এলে তারা বলল: ইহা **মনগড়া যাদু বৈ কিছুই নয়**। আমরা পুর্ব পুরুষদের থেকে (জাতির ইতিহাসে) এমন কথা কোনদিন শুনিনি। (২৮ কাসাস: ৩৬)

২. মক্কার নেতা ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ। ওয়ালীদ সমাজে মহাপন্ডিত, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষিত ও গবেষক হিসাবে পরিচিত। একদা মক্কার লোকেরা ওয়ালীদকে অনরোধ করল: কুর্আন নিয়ে গবেষনা করে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে। ওয়ালীদ চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত দিল। ঘটনাটি বর্ননা করে পবিত্র কুর্আনে ইরশাদ হচ্ছে...

সে চিন্তা করল, সিদ্ধান্ত নিল। ধ্বংস হক সে, সে কেমন সিদ্ধান্ত নিল। আবার (বলছি) ধ্বংস হক সে, সে কেমন সিদ্ধান্ত নিল। সে চুখ তুলে তাকাল। ভ্রুকুঞ্চিত করল। দম্ভ করে মুখ ফিরিয়ে নিল। বলল: ইহা **প্রতিক্রিয়াশীল যাদু বৈ কিছুই নয়। ইহা মানুষের বানানো।** (৭৪ মুদ্দাচ্ছির: ১৮-২৫)

বর্তমান সমাজে আল্লাহর কালামের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে আল্-কুর্আনকে মানুষের মনগড়া পুস্তকের সমমানে নামিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছে এক শ্রেণীর শয়তান। তারা আল্-কুর্আন, আল্লাহর কালাম ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার না করে বলে: ধর্মগ্রন্থ। কুর্আনকে ধর্মগ্রন্থ বলা তাদের বিরাট চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ফসল। ধর্মগ্রন্থ বলে তারা কৌশলে আল্লাহর কালাম ও এর মর্যাদাকে অস্বিকার করে থাকে। তারা বুঝাতে চায়: কুর্আন যেমন একটি ধর্মগ্রন্থ তেমনি পুরান, বাইবেন, গীতা ইত্যাদি ও এক একটি ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্ত হিসাবে কুর্আন ও অন্যান্ন গ্রন্থ সম মর্যাদা ও সমান গুরুত্বের দাবিদার। তাই সভা সমাবেশে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার নামে তারা কুর্আন, গীতা ও বাইবেলকে সম মর্যাদা ও সমান গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করে ধর্মের ব্যাপারে নিজেদের নিরপেক্ষতা জাহির করে।

বিভ্রান্তির নাম সঠিক পথ

ভ্রান্ত পথকে সঠিক পথ আর সঠিক পথকে ভ্রান্ত পথ হিসাবে প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা বেইমানদের চিরাচরিত স্বভাব। যেমনঃ
১. মুহাম্মাদ সঃর দ্বীনের অনুসারী যখন দিন দিন বেড়ে চলল। কোন ভাবেই মুসলমানদের উত্থান ঠেকানো যাচ্ছিল না। শয়তানের দুসররা তখন অন্য ফন্দি আটল। তারা ভাবল: কাটা দিয়ে কাটা তুলতে হবে। তাই

ইসলামের উত্থান ঠেকাতে তারা উলামাদের ব্যবহার করল। তারা আন্তর্জাতিক উলামা সম্মেলনের আহ্বান করল।

তখনকার দিনে উলামা বলতে ইয়াহুদ উলামাদের বুঝানো হত। আরবের স্বনাম ধন্য উলামাদের জমা করে বেইমানরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরল।

তারা বলল: আমরা আল্লাহর ঘরের সেবক। আল্লাহর ঘরে হজ্জ করতে আসা হাজী সাহেবানদের খেদমত, মক্কাহর পবিত্রতা রক্ষা ও আল্লাহর ঘরের সেবা করা আমাদের জীবনের মিশন। ধর্ম হিসাবে আমরা আল্লাহর খলীল ইবরাহীম আঃর অনুসারী। তা ছাড়া পথিকের সেবা, মেহমানদের ইজ্জত, অসহায়দের আশ্রয় সহ জনকল্যান মূলক কাজে আমরা বিশ্ব নন্দিত।

আর মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীরা আল্লাহর ঘরকে ভালবাসে না। তারা এ পবিত্র নগরীকে অবজ্ঞা করে আল্লাহর ঘর ছেড়ে চলে গেছে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আল্লাহর খলীলের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে জাতির সাথে বিদ্রোহ করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিয়ে পবিত্র নগরীকে অপবিত্র করছে। তারা জাতীয় মহান স্থান ও স্থাপনা সমূহকে অবজ্ঞা করে। জাতীয় ঐতিহ্যবাহি মহান দেহদেবিদের নিন্দা করে। আমাদের জাতীয় নেতাদের কাফির হিসাবে আখ্যায়িত করে। তারা আমাদের নেতৃন্দকে বেইমান, মুশরিক ও জাহান্নামী বলে গালি দেয়।

আজ আমরা আপনাদের সরনাপন্ন হয়েছি। আমরা আপনাদের থেকে সিদ্ধান্ত চাই। আপনারা আমাদের সঠিক পথ দেখাবেন। আপনারা বলুন আমরা সঠিক পথে আছি, না মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীরা ?

উলামা সম্মেলন থেকে সর্বসম্মত ফতোয়া জারি করা হল। মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী। আর মক্কা বাসী(মুশরিক)গণ সঠিক ও সোজা পথের অনুসারী। ঘটনাটির বর্ননা করে পবিত্র কুর্আনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

তাদের (ইয়াহুদ উলামাদের) দেখনি ? যাদের কিতাব (তাওরাত) দেয়া হয়েছে। তারা প্রতিমা ও ত্বাগুতকে মেনে নিল। কাফিরদের সম্পর্কে বলল: মুঅ্মিনদের তুলনায় এরাই সঠিক পথের অনুসারী! (৪ নিসা: ৫১)

২. মূসা বলল: হে আমার জাতি! দেশের ক্ষমতা আজ তোমাদের হাতে। তোমরা আজ ক্ষমতাধর। কিন্তু আল্লাহর আযাব যদি এসে যায় তখন কে তোমাদের বাঁচাবে ?
ফেরাউন বলল: (হে আমার জাতি!) আমি যা ভাল বুঝি তোমাদের সে পথে পরিচালিত করি। আমি তোমাদের সঠিক পথেই পরিচালিত করছি। (তাই আমার কথা মেনে নাও। মূসা ও তার আনীত মতবাদকে প্রত্যাখ্যান কর)। (৪০ গাফির: ৩৯)

৩. দাজ্জাল এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য জান্নাতের নাম দিবে জাহান্নাম আর জাহানামের নাম জান্নাত।

এভাবে সর্বকালে সর্বযুগেই বেইমানরা ভালকে মন্দ আর মন্দকে ভাল হিসাবে উপস্থাপন করে জনতাকে ধোকা দিয়ে প্রতারিত করে থাকে। অতীতের অনুকরণে বর্তমানে ও শয়তানরা নিরলস ভাবে কাজটি করে যাচ্ছে।

তাই সাবধান ! শয়তান ও শয়তানের দুসরদের প্রতারনা ও প্রপাগান্ডা থেকে সাবধান !!